দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 26 DEC 2002

হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামীদের ই'বি-তে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় চরম অসন্তোষ

এস এম আলী আহসান পান্না ঃ হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামীদেরকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। অনেক সন্ত্রাসী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির জন্য আবেদন করায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। এর ফলে পরবর্তীতে রক্তাক্ত সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে বলে আশংকো করা হচ্ছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, গত ১৩ অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত প্রভাষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগসহ একাধিক বিভাগে আব্দুদ দাইয়ান মোহাম্মদ ইউনুছ নামে এক প্রার্থী আবেদন করেছে। তার বিরুদ্ধে কুমারখালী পৌরসভার সাবেক কমিশনার ও জাতীয়তাবাদী যুবদল নেতা আলী আজম হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, তার বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া থানায় মামলা নং- ৪১, ৪২ ও ৪৩ তারিখ ২৮-০৪-১৯৯৫, শৈলকুপা থানায় মামলা নং-০২, তারিখ ০১-০৫-১৯৯৫-সহ অসংখ্য মামলা রয়েছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ইতিপূর্বে সে একাধিকবার জেলও খেটেছে। এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ৯৫ সালের ৩০ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় 'কোন ছাত্র সন্ত্রাসী বলে প্রমাণিত হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য আবেদন করার যোগ্য প্রার্থী বিবেচিত হবে না বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত রয়েছে।' এছাড়াও গত '৯৬ সালের ১৮ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৪তম সিন্ডিকেট সভার ২০ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। চাকরি বিধি অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি শিক্ষকতা করার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। ইতিপূর্বে গত '৯৬ সালের ২৭ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আল কুরআন বিভাগের প্রভাষক পদের জন্য সে আবেদন করেছিল। উক্ত নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে তাকে নিয়োগ না দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। এভাবে ছানাউল্লাহ, তবিবুর ও জাহাঙ্গীরসহ আরো অনেক সন্ত্রাসী চাকরির জন্য আবেদন করায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অসন্তোষ ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। এর ফলে পরবর্তীতে রক্তাক্ত সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

এমতাবস্থায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারকে স্বচ্ছ, সন্ত্রাসমুক্ত ও সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রাখার সুবিধার্থে বিতর্কিত, সন্ত্রাসী ও যে কোন মামলার আসামীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মত মহান পেশায় নিয়োগ প্রদান না করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।